ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা

বিআরপিডি সার্কুলার নং-১২

তারিখ ০৫ নভেম্বর ২০০৭ / ২১ কার্তিক ১৪১৪

প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল ব্যাংক কোম্পানী

প্রিয় মহোদয়,

বাংলাদেশে কার্যরত সকল ব্যাংক কোম্পানীর আদায়কৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিলের ন্যূনতম মাত্রা প্রসঙ্গে।

০৮ অক্টোবর ২০০৭ তারিখে জারিকৃত ব্যাংক কোম্পানী (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর মাধ্যমে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ১৩ ধারা সংশোধনপূর্বক বাংলাদেশে কার্যরত সকল ব্যাংক কোম্পানীর আদায়কৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল অন্যূন ২০০ (দুইশত) কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

আইনের উক্ত সংশোধনের প্রেক্ষিতে ব্যাংকগুলোর আদায়কৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিলে কোনরূপ ঘাটতি হলে তা পরিপূরণে নিম্ন বর্ণিত নির্দেশনাবলী অনুসরণীয় হবেঃ

১। প্রয়োজনীয় মূলধন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ঘাটতির অন্যূন ৫০% জুন ২০০৮ এর মধ্যে পূরণ করতে হবে;

২। মূলধন ঘাটতির অবশিষ্ট অংশ জুন ২০০৯ এর মধ্যে পূরণ করতে হবে;

৩। আবশ্যকীয় মূলধন সংগ্রহের জন্য করোত্তর মুনাফা অবন্টিত রেখে রিজার্ভ বৃদ্ধি, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইপিও বা রাইট শেয়ার ইস্যুর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৪। নির্দেশিত সময়সীমার মধ্যে মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল ঘাটতি পরিপূরণ নিশ্চিত করার জন্য অন্য ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর সঙ্গে একীভূত হওয়ার সম্ভাব্যতার বিষয়টিও পর্যালোচনা করা যেতে পারে;

৫। মূলধন ঘাটতি থাকা অবস্থায় কোন ব্যাংক নগদে লভ্যাংশ প্রদান করতে পারবে না;

৬। বিদেশী ব্যাংকের ক্ষেত্রে করোত্তর মুনাফা প্রত্যাবাসন না করে অথবা বিদেশ থেকে অতিরিক্ত মূলধন আনয়নের মাধ্যমে উপরে নির্দেশিত সময়সীমার মধ্যে মূলধন ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৭। আইন সংশোধনের সূত্রে ব্যাংক কোম্পানীর সংঘ স্মারকের প্রয়োজনীয় সংশোধনীর বিষয়ে ব্যাংকগুলো অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত

(নব গোপাল বণিক)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন-৭১১৭৮২৫